অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। দূর হ ২০২০।।

অবশেষে মুক্তি পেতে যাচ্ছি ২০২০ – এর কবল থেকে। কে জানতো এর শুরুর দিকে যখন আমরা ওকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ছিলাম তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম ওর এই বিভৎস রূপ আমরা দেখবো? পুরো পৃথিবীটা যেন ওলট-পালট করে দিলো ২০২০। এই ২০২০-এ করোনা নামের এক আযাব যে নাকি এতোই ক্ষুদ্র যাকে খালি চোখে পযর্ন্ত দেখা যায় না সে গোটা বিশ্বটাকে আতংকের গ্রহ তৈরী করে ফেললো। বিশ্বের সাত শো কোটি মানুষ ওর ভয়ে নিয়ত আতংকিত। এ যাবত প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের প্রাণ হরণ করেছে বিশ্বব্যাপি। আক্রান্ত হয়েছে প্রায় আট কোটি মানুষ। পথে বসিয়েছে এর চার থেকে পাঁচগুন সংখ্যক মানুষকে। সারা বিশ্বের অর্থনীতির ধ্বস নামিয়ে ছেড়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে বিশ্বের খুব কম মানুষই আছে যাদেরকে এই কোভিড-১৯ কোন না কোন ভাবে স্পর্শ করে নি কেবল মাত্র সামান্য নিস্তার পেয়েছে আইল্যান্ডবাসী যেমন সমোয়া, ভানুয়্যাটু, টোগো আর ওদিকে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ার মানুষেরা। তছনছ করে দিয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা আর ইংল্যান্ডকে। প্রথম স্রোতের পর দ্বিতীয় স্রোত তারপর এখন চলছে নতুন স্ট্রেইনের অর্থাৎ তার নতুন রূপ যা কিনা পূর্বের সব রূপ থেকে ভয়ংকর এবং দ্রুত সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পন্ন।

করোনা ভাইরাসটি প্রথম সনাক্ত হয় ২০১৯ সালে কিন্তু মহামারী রূপ ধারণ করে ২০২০এর ফেব্রুয়ারী-মার্চে। ভাইরাসটির নামকরণ করা হয় করোনা এবং এই ভাইরাসের কারণে যে রোগ বা অসুখটি হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার নাম দিয়েছে COVID -19 (CO= Corona, VI= Virus, D= Disease Identified in 2019) । যত কিছুই হোক যত বাহারী নাম হোক সর্বনাশ যা করার তাতো করেই দিয়েছে। তাই এখন সেই গানের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর। দূর হ কোভিড-১৯ দূর হ ২০২০।

ছোট একটি দেশ হলেও বাংলাদেশ এর ছোবল থেকে রেহাই পায়নি। পাঁচ লক্ষ আট হাজারের একটু বেশী সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে যেখান থেকে মৃতের সংখ্যা এ যাবত ৭৮২৪ জন (২৭.১২.২০)। এটা সরকারী হিসাব। বলতে পারেন সরকারী হিসাবে কম দেখানো হচ্ছে। ঠিক আছে এটাকে দুইগুন না হয় তিন চার গুন করুন তবু ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে গোটা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। কোন মৃত্যুই কোন প্রশান্তির কথা নয় – মৃত্যুর হার তূলনামূলকভাবে কম বলে স্বস্তির ঢেঁকুর তোলার কোন কারণ নেই – যার গেছে সে জানে সে কি হারিয়েছে। আমাদের কম বেশী প্রায় সব্রই পরিবারে দেশে কেউ না কেউ আক্রান্ত হয়েছে নয় মৃত্যুবরণ করেছে। যাঁদেরকে আল্লাহ নিয়ে গেছেন তাঁদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতবাসি করুন। এ নিমর্মতা আর চাই না। কতজনকে হারিয়ে ফেললাম এই ২০২০-তে। এই শহরেই তো হারিয়ে ফেললাম প্রকৌশলী মুকুল ভাইকে, সাংবাদিক ফজলুল বারির ছেলে পুত্রসম অমর্ত্য, সামি আজমল আর শাহাদ নোমানীকে। আরো হারালাম অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম, সাবেক ডেপুটি স্পীকার কর্নেল শওকত আলী, আলী জাকের, আবদুল কাদের, মান্নান হীরা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মুর্তজা বশির, কামাল লোহানী, সাহারা খাতুন, মুহাম্মদ নাসিম, জামিলুর রেজা চৌধুরী, ঋষি কাপুর, ইরফান খান, ম্যারাডোনা, কেনী রজার্স, শন কনরী, ফজিলাতুন্নেছা বাপ্পী, সা'দত হুসাইন, আজাদ রহমানসহ আরো অনেকে যাঁদের নাম এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। কোন এক বছরে এতো অধিক সংখ্যক চেনা জানা জ্ঞানী গুনী মানুষের অন্তর্ধান দেখতে হয়নি যা ঘটলো এই অপয়া ২০২০তে। তাই দূর হ ২০২০। তাড়াতাড়ি দূর হ।

নতুন কিছু অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান লাভও হয়েছে আমাদের। যেমন ধরুন লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব, অনলাইন লেখাপড়া, জুম মিটিং, মাস্ক পরিধান। আহা এই মাস্ক পরা নিয়ে কত রকম যে জোক্স ও

বেরিয়েছে। একটা শুনেছিলাম এমন – স্বামী স্ত্রী বাজারে গেছে। দুজনেই মাস্ক পরা। ঘরে ফিরে স্বামী স্ত্রীকে বলছে এই জিনিসগুলো একটু আমার পড়ার ঘরে রেখে এসো প্লিজ। স্ত্রী বলছে পড়ার ঘর কোথায়? কি বললে তুমি আমার পড়ার ঘর চেনো না? না চিনি না। কেমনে চিনবো আইজকাইতো পরথম আইলাম এই বাসায়। মানে? এবার কথিত স্ত্রী মাস্ক খুলে বলছে আমি তো ভুল মাইনসের সাথে চইল্ল্যা আইছি। আমার স্বামীরে হারাইয়া ফেলছি। এই ছাতার মাস্ক পরনে চিনতে পারি নাই। আরে তাহলে আমার স্ত্রী কোথায় গেল? আমি কি জানি দেখেন অন্য কোন ব্যাডার লগে হের বাসায় চইল্ল্যা গেছে।

গত মার্চ মাস থেকে এ যাবত আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি। যেতে বারণ করা হয়েছে। সব অনলাইন পড়াতে হবে জুমের মাধ্যমে। এবার জুমের ট্রেনিং নাও। নিলাম। লেকচার নাহয় দিলাম কিন্তু প্রাকটিকালের কি হবে? কম্পিউটারে তো আর গাছ লাগাতে পারবো না জুম চাষও হবে না। তবু প্র্যাকটিকাল করাতে হবে। এক কথা চোদ্দবার বলতে হবে। দৈনিক পাঁচ ঘন্টা করে লেকচার করতে গিয়ে সেই যে গলা ভাঙ্গলো আজ অবধি তা আর ঠিক হলো না। এমন নানান উপসর্গ প্রায় সবারই। বাড়ীতে থেকে অফিস করতে গিয়ে কাজের পরিমান দুই থেকে তিন গুন বেড়েছে। এমনকি ডোমেস্টিক কাজও বেড়ে গেছে। ঐ যে কথায় বলে না ঘোড়া দেখলে মানুষ নাকি খোঁড়া হয়। ঘরেই আছি তাই অন্দর মহল থেকে ২৪ ঘন্টা ফুট ফরমাশ। এই এটা একটু করো ওটা একটু ধরো না। তাই বলি দূর হ ২০২০। এ জ্বালা আর প্রাণে সহে না।

মিডিয়ায় অনুষ্ঠান গুলোরও ধরণ বদলেছে বা বদলাতে হয়েছে । কেউ আর আসতে চায় না রেকর্ডিং এর জন্য। তাই এখন অধিকাংশ অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে জুমে। দীর্ঘদিন বিরতির পর জন্মভূমি টিভিতে প্রাঙ্গণের দুটি অনুষ্ঠান করেছি জুমে। আরো দুটো অনুষ্ঠান করেছি জুমে 360 Events Centre এ। মানুষের কাছে এসব প্রশংসিত হয়েছে। অর্থাৎ দর্শক মন্দের ভাল হিসেবে নিলেও দুধের স্বাদ ঘোলে আর কতদিন? বড়সড় মিটিং আলোচনা সভা বিশ্বজুড়ে সবখানেই এখন জুমে। এটার সুবিধা থাকলেও চাকরী দাতারা ভাবছে এভাবে অন লাইনে সব সারতে পারলে জনবল কমিয়ে ফেলাটাইতো বুদ্ধিমানের কাজ। তাই তাঁরা জনবল ছাঁটাইয়ের চিন্তা করছেন এবং সে প্রক্রিয়া এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে সর্বত্র। সবচে' ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এডুকেশন সেক্টর। আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রী না আসার কারণে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গুলো প্রায় অচল হয়ে যাবার অবস্থা। একশো থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার তাদের ডেফিসিট। এ প্রসঙ্গে বলি ছোট এবং উন্নয়নশীল দেশ হলেও আমাদের বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের সব শিক্ষিই অবৈতনিক। উল্টো আরো কম বেশী সব শিক্ষার্থীকে একটা ছোট অংকের মাসিক স্টাইপেন্ডও দেয়া হয়। অথচ এ দেশে এবং বিশ্বের সব উন্নত দেশে যে কোনভাবেই হোক পকেটের পয়সা দিয়েই উচ্চমাধ্যমিক এবং টার্সিয়ারী লেখাপড়া করতে হয়।

এই ২০২০-এ মানুষ বেকার হয়েছে সবচে' বেশী। সবচে বেশী গৃহ-বিবাদ এবং সবচে' বেশী ভেঙ্গেছে সংসার। দূর হ ২০২০। দূর হ বিষবিষ। বিষে বিষাক্ত হয়ে গেছে বিষবিষ (২০২০)।

বিষবিষ আর বিষের কথা ওঠাতে একটা গল্পের কথা মনে হলো। লন্ডনে বসবাসকারী এক বাঙালি পরিবারের নাতনি তার অসুস্থ দাদীকে সঙ্গে করে হাসপাতালে গেছে। দাদী মোটেই ইংরেজী জানেন না কিন্তু নাতনি টুকটাক ম্যানেজ করতে পারে। ইমার্জেন্সীতে যাবার পর দাদী পেটে হাত দিয়ে খুব কাঁদছেন। ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস করলেন – May I help you – what's your problem? নাতনি দোভাষীর ভাব নিয়ে সিলেটী ভাষায় দাদীকে বললো ডাক্তার তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার কি হইছে। তো দাদী বললেন – ফ্যাডো বিষ। ডাক্তার বললেন – পার্ডন? দাদী তবু বলেন ফ্যাডো বিষ। ডাক্তার আবারো বলেন – পার্ডন? এবার নাতনি ডাক্তারকে ইংরেজীতে বললেন – ইস্টমাক টুয়েন্টি (stomach twenty)।

আমাদের তো কেবল ফ্যাডো বিষ নয় - সর্বাঙ্গে অন্তরে চিন্তায় মননে ঘরে বাইরে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে বিষ ছড়িয়েছে বিষবিষ (২০২০)। গোটা বিশ্ব অতিষ্ঠ। সবার এক কথা কবে যাবে এই বিষ কবে পাবো এর থেকে মুক্তি।

করোনার টিকা বেরিয়েছে। ইতিমধ্যে মানুষও নানান বিকল্প উদ্ভাবন করেছে এর মোকবেলা করার। চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান সময়ের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আরো অভিজ্ঞ হচ্ছে উন্নত হচ্ছে আর সে হিসেবে প্রস্তুতি নিচ্ছে কোভিড-১৯ কে রুখে দেবার। তবে এর মানে এই নয় যে আপদ বিদায় হয়ে গেছে বা যাবে। আদৌ বিদায় হবে কিনা কে জানে। হয়তো আমাদেরকে এই কোভিড-১৯কে নিয়েই চলতে হবে যেমনটি আমরা চলছি ফ্লু-কে নিয়ে। এক সময় বিশ্বজুড়ে এ্ই ফ্লু-র চেহারা ছিলো কোভিড-১৯এর মতনই।

যেটাই হোক এমন ২০২০ যেন আমাদের জীবনে আর না আসে। আর যেন এক বছরে আমাদের এতো মানুষকে হারাতে না হয়। আমরা একটি নতুন বছরের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছি। যে বছর মুছে দেবে আমাদের দুঃখ গ্লানি অশ্রু আর হতাশা। যে বছর আমাদেরকে দেবে আশা দেখাবে নতুন সব স্বপ্ন দেবে নতুন সূর্যের আলো। এসো এসো ২০২১। দূর হ ২০২০।

পুনশ্চঃ সারা বিশ্বজুড়ে এই ২০২০তে আমরা যাঁদেরকে হারিয়েছি পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা যেন তাঁদের ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে স্থান করে দিন - আমিন।